মুজিবনগরে যীশু খ্রিষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে বর্ণীল সাজে খ্রিষ্টান পল্লীগুলো

২৫ শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টান সম্প্রাদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব শুভবড়দিন, এ দিন জেরুজালেম এর বেথেলহেমে মা মারিয়ার গর্ভে জন্ম নিয়ে ছিল যীশুখ্রিষ্ট।

বড়দিন উপলক্ষে রংবেরং এর বর্ণিল সাজে সেজেছে মুজিবনগর এলাকার খ্রিষ্টান পল্লীগুলো, বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ দুরদুরান্ত থেক নাড়ির টানে এলাকায় ফিরছে খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ আশেপাশের অন্য সম্প্রাদায়ের মানুষের মাঝেও উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

খ্রিষ্টান পল্লীর পাড়ার মোড়ে মোড়ে যিশু খ্রিষ্ট বেথেলহেমের যে গোয়াল ঘরে জন্ম গ্রহন করেছিল তার আদলে তৈরি করা হয়েছে গোশালা ।২৪ তারিখ শনিবার দিবাগত রাত থেকে শুরু হবে মূল উৎসব। মুজিবনগর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের লোক বাস করে বল্লভপুর ও ভবেরপাড়া গ্রামে। বড়দিন উপলক্ষে বাগোয়ান ইউপি সদস্য বল্লভপুর গ্রামের মি: বাবুল মল্লিক জানান বড়দিন উপলক্ষে ডীনারির অন্তরর্গত চার্চ গুলোতে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে।

শনিবার সন্ধা ছয়টা থেকে গীর্জায় প্রার্থনা, আনন্দ ফুর্তি, নাচ গান এবং গোশালা গুলো উদ্বোধণ করা হবে এবং ২৬ তারিখে থেকে বল্লভপুর খেলার মাঠে ১শত বছরের ঐতিহ্য ৭দিন ব্যাপি আনন্দ মেলা অনুষ্ঠিত হবে। বড় দিনের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসন সর্বাত্বক সহযোগীতা করছেন, প্রশাসনের পাশাপাশি চার্চ ও মেলা কমিটিও নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব ব্যবস্হা গ্রহন করেছে।

বল্লভপুর প্যারিস ইম্মানূয়েল চার্চের পুরোহিত মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল জানান যীশু খ্রিষ্টের জন্মদিন শুভবড়দিন উপলক্ষে ইম্মানূয়েল চার্চের নিয়ন্ত্রনাধীন চার্চগুলোতে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে। গীর্জাগুলো বর্ণীল সাজে সাজানো হয়েছে। শনিবার রাত সাড়ে ১১ সময় খ্রিষ্ঠযাগ এর মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে।

বাগোয়ান ইউপি সদস্য ভবের পাড়া গ্রামের সিবাস্তিন মল্লিক জানান বড়দিন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসন

সর্বাত্বক সহযোগীতা করছেন এবং খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ সহ সকল ধর্মালম্বীর মানুষ আমাদের সাথে সর্বাত্তক সহযোগীতা করছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস বলেন বড়দিন উপলক্ষে সরকারি সহায়তা হিসাবে উপজেলার ১৭টি চার্চ কে ৫ শত কেজি করে ঘরে চাউল দেওয়া হয়েছে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সহিত সকল অনুষ্ঠান স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করতে পারে তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

নিরাপত্তার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদি রাসেল জানান বড়দিন উপলক্ষে যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিহত করার জন্য তিনস্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্হা গ্রহন করা হয়েছে তিনি নিজেও বিভিন্ন এলাকা ঘুরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করছেন।উপজেলার প্রত্যেকটি গীর্জায় সার্বক্ষনিক পোশাক পরিহিত অবস্হায় পুলিশ প্রহরার ব্যবস্হা করা হয়েছে। পাশাপাশি সাদা পোশাকে পুলিশের টিম কাজ করে যাবে।প্রতিবারের ন্যায় সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্হ্যবিধি মেনে খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ সতস্ফুর্ত ভাবে নিরাপত্তার মধ্যে যাতে বড়দিনের অনুষ্টান পালন করতে পারে প্রশাসনের পক্ষথেকে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

বিদায় বছরে আলমডাঙ্গায় ৭ খুন, আত্নহত্যা ৬৮, ধর্ষণ ৩

আর বাকী কয়েকদিন। সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে ২০২২। আগামি (৩১ ডিসেম্বর) সূর্যাস্ত আরেকটি খ্রিস্টীয় বছরের সমাপ্তি ঘটবে। নতুন ভোরের সূর্য পৃথিবীর বুকে নিয়ে আসবে আরেকটি নতুন বছর-২০২৩।

দীর্ঘ একটি বছরের (২০২২) বেশিরভাগ সময় আলমডাঙ্গা ছিলো করোনা মুক্ত । করোনা ছাড়া বছরটি আলোচিত ছিলো সড়ক দুর্ঘটনা, হত্যা ও আত্মহত্যায়।

এছাড়াও নুডুলস চুরি, মেয়ে প্রেম করায়- বাবার তুলে দিলো রশি,

বৃদ্ধার পাশে পড়ে থাকা ছোট কাঁচি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

ডাবল মার্ডারের ঘটনায় সিআইডি,ডিবি,র্যাবসহ পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। হত্যাকাণ্ডের পাঁচ দিন পর তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

হত্যার কান্ডের ৫ দিনপর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত ৩ জনকে গ্রেফতার করে। এ সময় তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় নগদ টাকা, ব্যবহৃত মোবাইল ফোন ও ব্যাগসহ বিভিন্ন জিনিস।

গ্রেফতার চার জন হলো– আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামের বজলু রহমানের ছেলে সাহাবুল (২৪), একই গ্রামের মাসুদ আলীর ছেলে বিদ্যুৎ (২৩), পিন্টু রহমানের ছেলে রাজিব (২৫) এবং তাজ উদ্দিনের ছেলে শাকিল (২১)। তাদের স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দিতে চুয়াডাঙ্গা জেল হাজতে প্রেরণ করে আদালত।

সর্বশেষ আলোচ্য আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া গ্রামে রাহেলা খাতুন (৮৯) নামের এক বৃদ্ধাকে মারপিট করে হত্যার অভিযোগ ওঠে। (৩০শে নভেম্বর) বুধবার বিকালে পুলিশ বৃদ্ধার নিজ বাড়ি থেকে লাশ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় বৃদ্ধার ছেলে, ছেলের স্ত্রী ও এক নাতিকে আটক করে পুলিশ।

আত্মহত্যা: সদ্য বিদায় হওয়া বছরে আলমডাঙ্গায় বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে একের পর এক আত্নহত্যা। বিদায়ী ২০২২ সালে আলমডাঙ্গা থানায় বিষপান, গলায় রশিসহ সড়ক দুর্ঘটনায় ৬৮ জন মারা গেছে। এঘটনায় থানায় অপমৃত্যু মামলার লম্বা সারিতে পরিণত হয়েছে।

অপমৃত্যুর তালিকায় আলোচিত ঘটনাটি গত (৭ সেপ্টেম্বর) আলমডাঙ্গায় তাস খেলার সময় পুলিশের ধাওয়া খেয়ে নদীতে ঝাঁপ এক যুবকের মৃত্যু হয়।
নদীতে নিখোঁজের এক দিন পর ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে খুলনার ডুবুরি দল ।

এঘটনায় উপজেলা থেকে জেলা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যকর সৃষ্টি হয়। এছাড়াও আলমডাঙ্গার কাবিলনগর গ্রাম থেকে নিখোঁজের তিন দিন পর তরিকুল ইসলাম নামের এক যুবকের গলায় ফাঁস দেওয়া লাশ উদ্ধার করা। তরিকুল ইসলাম তিয়রবিলা গ্রামের কুঠিপাড়ার শাহজাহান আলীর ছেলে।

নববিবাহিত বধূ বিয়ের এক মাস পরেই তরিকুলের সাথে আর সংসার করবে না জানিয়ে দিলে তিনি অভিমান করে আত্মহত্যা করে।

চুরি: বছরের শুরুতে গত ২ ফেব্রুয়ারি আলমডাঙ্গায় চুরির অভিযোগ তুলে দোকানের খুঁটিতে বেঁধে প্রকাশ্যে মধ্যযুগীয় কায়দায় এক যুবককে নির্যাতন করে। যুবককে খুঁটিতে বেধে মারপিটের ঘটনাটি বিভিন্ন স্যোসাল মিডিয়ায় ভিডিও ভাইরাল হয়। মুহুর্তেই জেলা- উপজেলায় ব্যাপক হই হুল্লোর শুরু হয়। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অভিযুক্ত দোকান মালিককে আটক করে।

এদিকে ৭ মাস পর আলমডাঙ্গার মাদ্রাসাপাড়ার একটি বাড়ি থেকে গত (৮নভেম্বর) চুরি হওয়া সাত ভরি স্বর্ণালংকার কুষ্টিয়ায় চোরের বাড়ি থেকে অর্ধেক ও বাকিটা এক জুয়েলারী দোকান থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

চুরির ১৮ ঘন্টার মধ্যে আন্তঃজেলা চোরচক্রের তিন সদস্য আটকসহ চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার উদ্ধার করে। স্বর্ণালংকার উদ্ধারে নেমে পুলিশ জানতে পারে পঞ্চান্ন বছর বয়সি জাহানারা বেগম ও তার মেয়ে পলি খাতুন বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় কৌশলে বাড়িতে ঢুকে স্বর্নালংকার চুরি করে কুষ্টিয়ার চৌড়হাঁসের সোহাগ জুয়েলার্সে বিক্রি করে ।

অন্য দিকে, আলমডাঙ্গায় মালেশিয়া প্রবাসীর বন্ধু পরিচয় দিয়ে তার বাড়ি থেকে স্বর্ণালঙ্কার চুরি হওয়ার ১২ ঘন্টা পর পুলিশ উদ্ধার করে। আটক করা হয় দামুড়হুদা উপজেলার রামনগর মাঝের পাড়ার মৃত ইলিয়াছ আলীর ছেলে আল-আমিনকে।

২২শের বিষে প্রশসংশিত পুলিশ: চলতি বছরের নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা আলোচনায় তো ছিলোই, উপরন্তু এ বছর ২০২২-এর বিষের মধ্যেও পুলিশের ভুমিকা ছিলো গুরুত্বপূর্ণ।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের কাছে বিশেষভাবে আলোচিত ২০২২ সাল। যা পরিলক্ষিত ভাবে সকল হত্যা, আত্নহত্যা ও চুরিকৃত মালামাল উদ্ধারকৃত ভুমিকা পালনে প্রশসংশিত হয়ে ওঠে।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, আলমডাঙ্গায় ২০২২ সালের ঘটনাটি গুলো পুলিশ গুরুত্ব-সহকারে তদন্তের মাধ্যমে উপযুক্ত সমাধান করেছে। পুলিশ জনগণের দৌড় গোড়ায় কাজ করছে। বিটপুলিশের মাধ্যমে বিগত দিনের চাইতে আইনশৃঙ্খলা সুষ্টু রেখেছে।

শৈলকুপায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহে শৈলকুপায় এক ইউপি চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু পরিবারকে অত্যাচার ও নির্যাতনের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী পরিবার।

শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এই সংখ্যালঘু পরিবারের পক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেন তন্ময় মজুমদার। তিনি শৈলকুপা উপজেলার বগুড়া গ্রামের তুষার কান্তি মজুমদারের ছেলে। সংবাদ সম্মেলনে চিন্ময় কুমার মজুমদার, তুষার কান্তি, অমলা রানী মজুমদার ও তাপসি মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে তন্ময় মজুমদার লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন, শৈলকুপা উপজেলার বগুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শিমুলের নির্দেশে ২০২১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আমাকে ফরিদ মেম্বর ও মাহাতাব খা শ্রীপুর বাজারে ডেকে নিয়ে জোর পুর্বক স্ট্যম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেন। এ ঘটনায় আমার পিতা তুষার কান্তি মজুমদার নিজের প্রাণ রক্ষা ও শিমুলের হাত থেকে জমিজমা রক্ষার স্বার্থে আমার নামে মামলা করে জেলে পাঠিয়ে দেন। আমি ২০২১ সালের ১৫ মার্চ থেকে এ বছরের ২৬ সেপ্টম্বর পর্যন্ত কারাভোগ করি। কারাগারে থাকা অবস্থায় শিমুলের সন্ত্রাসী বাহিনী আমার পরিবারের উপর অকথ্য নির্যাতন ও অত্যাচার করতে থাকে। ২০২১ সালের ৫ জুলাই শিমুলের লোকজন বাড়িতে হামলা করেই ক্ষ্যন্ত হয়নি, মিথ্য মামলা দিয়ে হয়রানী করতে থাকে। তারা পুকরের মাছ ও গাছের নারিকেল লুটপাট করে।

তন্ময় অভিযোগ করেন, আলফাপুর রত্নহাট বগুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চল্লিশ শতক জমি দান করা হলেও দাতা সদস্য হিসেবে তার পিতার কোন নাম রাখেনি। লিখিত বক্তব্যে দাবী করা হয়, এলাকার আতিয়ার, লাল মিয়া, কামাল ও বিল্লাল আমাদের বেদখরকৃত জমি ফেরৎ দিবে বলে কথা দিলেও যুবলীগ নেতা শিমুলের কারণে জমি ফেরৎ দিচ্ছে না। এছাড়া দুইটি পুকুরের লীজের টাকাও তিনি দিচ্ছে না। তন্ময় মজুমদার শিমুল ও তার দলবলের হাত থেকে এই সংখ্যালঘু পরিবারকে রক্ষার জন্য

স্থানীয় প্রশাসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তেক্ষেপ কামনা করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ও শৈলকুপার বগুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শিমুল তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এ ঘটনার সঙ্গে আমি কোন ভাবেই সম্পৃক্ত নয়। রাজনীতি ও সামাজিক প্রতিহিংসার কারণে আমার বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমার ছবি ও রাজনৈতিক পদপদবী উল্লেখ করে সংবাদ সম্মেলনে যে মিথ্যাচার করা হয়েছে এটা নিন্দনীয় বলে মনে করি। আমি দুই পক্ষকে ডেকে একটি সমাধানের চেষ্টা করেছি। কিন্তু নানা প্রতিকুলতার কারণে বিষয়টি সমাধান সম্ভব হয়নি।

অপরদিকে তন্ময় মজুমদারের পরিবারের বিরুদ্ধে জমি বিক্রি নিয়ে নয়ছয় করার অভিযোগ আছে। তন্ময় মজুমদারের সংবাদ সম্মেলেন করার পরপরই তার প্রতিপক্ষ মাহাতাব খাঁ সংবাদ সম্মেলন করেন। তিনি দাবী করেন তন্ময় মজুদমার জমি বিক্রির জন্য অঙ্গিকারনামা সম্পাদন করলেও তিনি টাকা নিয়ে জমি দিচ্ছেন না। তন্ময় মজুমদার তাদের কাছ থেকে দুই লাখ আশি হাজার টাকায় জমি বিক্রির চুক্তি করে অগ্রিম দুই লাখ কুড়ি হাজার টাকা নগদ গ্রহন করেন। বাকী ষাট হাজার টাকা জমি রেজিষ্ট্রির সময় নিবেন বলে অঙ্গিকারনামায় উল্লেখ করেন। এদিকে মাহাতাব খাঁ যে অঙ্গিকারনামা সংবাদ সম্মেলনে প্রদর্শন করেন তাতে জমির পরিমান ২৯ শতকের স্থলে ৬৯ শতক লেখা হয়েছে।

এছাড়া অঙ্গিকার নামায় বেশকিছু ভুলভ্রান্তি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েন মাহতাব খা। সাংবাদিক সম্মেলনে আরও উপস্থি ছিলেন প্রতিবেশি শরিফুল ইসলাম, মুক্তার খা, মা রাজিয়া খাতুন ও নারজিনা খাতুন।

আলমডাঙ্গায় কাফনের কাপড়সহ

চিঠিতে লিখে চাঁদাদাবি

আলমডাঙ্গা নতিডাঙ্গায় নাসির উদ্দিন নামের রাইচ মিল মালিকের কাছে চার লাখ টাকা চাঁদা চেয়ে সাদা কাফনের কাপড় সহ উড়ো চিঠি দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় শনিবার দুপুরে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশ ঘটনাস্থল থেকে কাফনের কাপড় ও হুমকি স্বরূপ খোলা চিঠি উদ্ধার করেছে।

নাসির উদ্দিন জানান, শনিবার সকালে মিলের সামনের চালের সাথে একটি ব্যাগ টাঙানো দেখতে পান। চাঁদাদাবিকৃত দুবৃত্তরা রিংকু পরিচয় দিয়ে ওই চিরকুটে তার কাছে ৪ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছে। এ টাকা ১৫ দিনের মধ্যে ভাই এর মোবাইল নাম্বারে টাকা না দিলে মেরে ফেলার হুমকি প্রদান করে।

এ ঘটনায় নাসির উদ্দিন আলমডাঙ্গা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, কেউ ভয় দেখানোর জন্য কাফনের কাপড় ও চিঠি পাঠাতে পারে। আমরা গুরুত্বসহ দেখছি।

মেহেরপুরে বিএনপির গণমিছিল ও সমাবেশ

কর্তৃত্তবাদী সরকারের পদত্যাগ, রাষ্ট্র সংস্কারের ২৭ দফা প্রস্তাব বাস্তবায়ন, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা, মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসসহ দলীয় নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে গণমিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

শনিবার বেলা ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক

এমপি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে শহরের কাথুলী সড়কে এ গণমিছিল করে দলটি। পরে কাথুলী বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্দুর রহমান, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আরজুল্লাহ বাবলু, আব্দুল আওয়াল, সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, আব্দুর রশিদ।
গণমিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশে জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের শত শত নেতাকর্মী অংশ গ্রহণ করেন।

গাংনীতে প্রাক্তন ভাবীর পর্ণগ্রাফি মামলায় দেবর গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রাক্তন ভাবীর সাথে অন্তরঙ্গ মুহুর্তের ভিডিও ও ছবি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়ার অপরাধে দেবর সাহাবুল(৩০) কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার রাতে ঢাকা কেরানীগঞ্জ থেকে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল তাকে গ্রেপ্তার করে গাংনী থানায় নিয়ে আসে। সাহাবুল এ উপজেলার হাড়াভাঙ্গা হালসানা পাড়ার মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে।

মামলার অভিযোগ সুত্রে জানা গেছে, গাংনীর পীরতলা গ্রামের সজিবর রহমানের মেয়ের সাথে হাড়াভাঙ্গা হালসানা পাড়ার মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে আব্দুল হান্নানের সাথে বিয়ে হয় ২০০৮ সালে। বিয়ের কিছুদিন পর হান্নান বিদেশ গেলে দেবর সাহাবুলের সাথে গড়ে উঠে পরোকীয়া সম্পর্ক। ওই সময় সাহাবুল তার ভাবীর সাথে অন্তরঙ্গ মুহুর্তের কিছু

ছবি ও ভিডিও মোবাইল ফোনে ধারণ করে রাখে।

এদিকে ওই গৃহবধু প্রবাসী স্বামী আব্দুল হান্নানকে তালাক প্রদান করে প্রতিবেশি আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে মহিবুলকে বিয়ে করে। ভাইকে ছেড়ে অন্যজনের সাথে বিয়ে করায় সাহাবুল ওই পর্ণছবি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়ার হুমকী দেয়। ভিডিও এবং ছবি ডিলিট করতে বললে সাহাবুল ১০ লাখ টাকা দাবী করে প্রাক্তন ভাবীর কাছে। এ ঘটনায় গাংনী থানায় একটি মামলা করেন ওই গৃহবধু। যার নং- ৩০, তাং- ০৩-১২-২২ ইং। মামলার পর থেকেই দেবর সাহাবুল পলাতক ছিলেন।

এদিকে সাহাবুলের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল ঢাকার কাশিমপুর এলাকা থেকে শুক্রবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করে। আজ শনিবার তাকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়।

একটি সুত্র জানায়, হান্নান বিদেশ যাবার পর একই সাথে সাহাবুল ও মহিবুলের সাথে পরোকীয়া সম্পর্ক করে ওই গৃহবধু। পরে স্বামীর পাঠানো নগদ ১৫ লাখ টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে মহিবুলের সাথে পালিয়ে যায়। এতে রাগান্বিত হয়ে পর্ণছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয় সাহাবুল। যদিও সাহাবুলের পরিবার বিষয়টি অস্বীকার করেছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ওই গৃহবধুর মামলা তদন্তে গিয়ে পর্ণছবি ও ভিডিও ছাড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে সাহাবুলের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে এসআই সাইফুল ও সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। তাকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ইত্তেফাকের ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও কেক কেটে দৈনিক ইত্তেফাকের ৭০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। শনিবার ২৪ ডিসেম্বর মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এ কর্মসূচী পালন করা হয়।

ইত্তেফাকের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মাহাবুব চান্দুর সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ও কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন।

বক্তব্য দেন শিক্ষক ইশতিয়াক মাহমুদ, গাংনী প্রেস ক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, ইত্তেফাকের গাংনী প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, স্বাধীকার আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশ জন্মের সাথে যতগুলো আন্দোলন হয়েছে প্রতিটি আন্দোলতে ইত্তেফাক ভূমিকা পালন করেছে। এখনও পর্যন্ত ইত্তেফাক পাঠকের কাছে গুরত্ব বহন করে চলেছে।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ২০২২-২৩ আখ মাড়াই মৌসুমের উদ্ধোধন

ঐতিহ্যবাহী দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানি চিনিকলের ২০২২-২৩ আখ মাড়াই মৌসুমের উদ্ধোধন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে । শুক্রবার বেলা ৩ টার দিকে কেরুজ কেইন কেরিয়ার প্রাঙ্গণে উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে কুরআন থেকে তেলোয়াত করেন কেরুজ জামে মসজিদের পেশ ইমাম শামসুজ্জোহা।

প্রধান অতিথী থেকে মাড়াই মৌসুমের উদ্ধোধন করেন বাংলাদেশ খাদ্য ও চিনিশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু। বলেন আমরা চিনির মৃল্য ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা বাড়িয়েছি আমরা আশা করছি তার থেকেও আখের মৃল্য বেশি করবো।এবং চাষীরা যাতে আখ চাষ করে আমরা সেদিকে খেয়াল করছি।আগামীতে মিল আরও বেশি দিন চলবে।

কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এর

অনুষ্ঠান শেষে শামীম হোসেন ও ইসমাইল হোসেনকে আখ বেশি রোপন করায় শেষ্ঠত্ব ক্রেষ্ট তুুলে দেন বাংলাদেশ খাদ্য ও চিনিশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু।অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া।

কোটচাঁদপুরের মাহবুবা জেনারেল হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিকের পথ চলা শুরু

নতুন ব্যবস্থাপনায় পথচলা শুরু করলেন কোটচাঁদপুর মাহবুবা জেনারেল হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। মানুষকে সেবা দেওয়ায় হবে,আমাদের লক্ষ্য বললেন হাসপাতালের ব্যবস্থাপক শম্ভু নন্দি।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর বলুহর বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত মাহবুবা জেনারেল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি বেশ কয়েকবার চালু করা হয়। এরপর কিছু দিন চলার পর আবারও বন্ধ হয়ে যায়।

শুক্রবার দুপুরে নতুন ব্যবস্থাপনায় আবারও হাসপাতালটি আবারও শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,কোটচাঁদপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রিপন মন্ডল কাউন্সিলর আব্দুল মাজেদ,উপজেলা কৃষক লীগের সাবেক আহবায়ক শাহাজাহান আলী, যুগ্ম সম্পাদক রফি উদ্দিন মল্লিক।

এ সময় হাসপাতালের নতুন ব্যবস্থাপক শম্ভু নন্দি বলেন,দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ ছিল। এখন আবার চালু করা হল। আর চলতে হলে আপনাদের সবার সহযোগিতা আমার একান্ত কাম্য। আপনারা সহযোগিতা করলে প্রতিষ্ঠানটি দাড়াতে পারলে।

তিনি বলেন,মানুষকে সেবা দেওয়ার মানুষিকতা নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি চালু করা হল। আপনাদের সেবায় আমার মূল লক্ষ্য। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা যুবলীগের সাবেক দপ্তর সম্পাদক নারায়ণ

ভট্রাচার্য।

ঝিনাইদহে সাব-রেজিস্ট্রার সহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে দলিল জালিয়াতির মামলা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রার ইয়াসমিন শিকদার, তিনজন দলিল লেখক, কুষ্টিয়া জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের প্রধান সহকারী ইব্রাহিম হোসেন বাবুল এবং দলিল জালিয়াতি চক্রের হোতা হাটফাজিলপুর গ্রামের ফরিদুল ইসলাম ভুন্ডুলসহ উনিশ জনের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ১ম আদালতে দলিল জালিয়াতির ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে।

যাহার মামলা নং ৫৫৫/২২,তারিখঃ২২/১২/২০২২ ইং।ধারাঃ ৪২০/৪৬৩/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/ ৫০৬(২)পেনাল কোড। মামলার বাদী হচ্ছে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের প্রচার সম্পাদক শামীমুল ইসলাম শামীম।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, শৈলকুপা সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে ঘুষ লেনদেনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে শক্তিশালী জালিয়াত চক্র ও কর্মচারী- দালাল সিন্ডিকেট। র্দীঘবছর ধরে জমি রেজিষ্ট্রির সকল প্রকার জালিয়াতির কাজসহ দলিল রেজিষ্ট্রি জালিয়াতি, ভূয়াপর্চা তৈরি,স্বত্তের থেকে অতিরিক্ত রেজিস্ট্রি, নামপত্তনের খারিজ খতিয়ান জালিয়াতি, দলিলের বালাম বই থেকে পাতা ছেড়া, দলিল প্রতি অতিরিক্ত অর্থ আদায়, টেম্পারিং জাল করাসহ কৌশলে প্রতারণা মুলক ভাবে দলিল রেজিষ্ট্রি জালিয়াতি করায় ভূক্তভুগি আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। সাব-রেজিষ্ট্রার,দলিল লেখক, গ্রহীতা, দাতা, স্বনাক্তকারিদের যোগসাজশে ব্যাপক জাল-জালিয়াতি ঘুষ-বানিজ্যের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অপরাধমূলক অসদাচরণ জনিত অপরাধ সংগঠিত করে জমি রেজিষ্ট্রি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

মামলার সূত্রে জানা যায়, জালিয়াতি দলিল নং ৬০৪০/২১, ৬৩০৫/১১, ২০৭১/১৪, ১৭৫০/১০, ৬৮৪০/৬৮, ৩০৭১/২০০১, ১৫৯/২০০১, ৫৬৮৬/২০০০,

৩৫৫৭/২০০০, ৫৬৮৫/০৯ এবং দলিল নং ৫৬৮৬/০৯। এছাড়াও ভূমিদস্যু ফরিদুল ইসলাম ভুন্ডুলে দাতা হয়ে তার প্রাপ্ত সমূদয় সম্পত্তি গ্রহীতা রেজাউল ইসলামের নিকট কবলা দলিল নং ১১৩৯/৮১,রেজিষ্ট্রি তারিখঃ ২০/০১/১৯৮১ এ বিক্রয় করার পরও উক্ত গ্রহীতা ব্যতিরেখে একই জমি দ্বিতীয় বার জালিয়াতির আশ্রয়ে বিক্রয় করেছে। উক্ত ১১৩৯/৮১ নং দলিলটি যশোর ডি.আর অফিস থেকে বালাম বইয়ের পাতা ছিড়ে ফেলা হয়েছে ব্যাপক ঘুষ-বানিজ্যের মাধ্যমে।◌্ এছাড়াও শৈলকুুপা থানায় সাব-রেজিস্ট্রারে বিরুদ্ধে দুনীতি দমন কমিশন মামলা করেন, যাহার মামলা নং ০৬/২৬০, তারিখ ১০/১১/২০১৪।

উল্লেখ: ইতিপূর্বে আসামী ফরিদুল ইসলাম ভুন্ডুলের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহের বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ১ম আদালতে, দন্ডবিধি ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ ধারায় বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন হাটফাজিলপুর গ্রামের সাবেক ম্বেম্বর রবিউল ইসলাম জোয়ার্দ্দার। যাহার মামলা নং শৈল,সি,আর,১০৩/১২।

মামলার বাদী শামীমুল ইসলাম শামীম বলেন, আসামীগনের যোগসাজশে জাল-জালিয়াতি মাধ্যমে প্রস্তুত করে যে সকল দলিল রেজিষ্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে তারফলে আমার সম্পত্তির মালিকানা আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা দলিল প্রস্তুত (making a false document) করা হয়েছে। যাহার ফলে অবৈধ্য অধিকার তৈরি হওয়ায় আমার অপূরনীয় ক্ষতি হয়েছে এবং আমি আমার বৈধ অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়েছি। সুষ্ঠু বিচারের মাধ্যমে জালিয়াত কারিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা হলে দলিল জালিয়াতি দুর করা সম্ভব হবে।